আলমডাঙ্গায় স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় উৎসবমুখর পরিবেশে তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের যৌথ উদ্যোগে এ ব্যতিক্রমী আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার আলমডাঙ্গা উপজেলা মডেল মসজিদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি করা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প, স্টার্টআপ উদ্যোগ ও ডিজিটাল উদ্ভাবন উপস্থাপন করে।

পরে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনুর আক্তার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহমুদুল হক এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণদের বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।” তিনি শিক্ষার্থীদের এ ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের দক্ষতা ও মেধার বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা শিক্ষার্থীদের প্রদর্শিত বিভিন্ন স্টার্টআপ উদ্যোগ ও বিজ্ঞান প্রকল্প ঘুরে দেখেন এবং তাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতার প্রশংসা করেন।

মুজিবনগরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

‘মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপজেলা পর্যায়ের “নতুন উদ্যোগ, বিজ্ঞান প্রকল্প এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী প্রোগ্রাম” অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের এসইডিপি-র শিক্ষাগত উৎকর্ষ সহায়তা প্রকল্প (ইইএসএস)-এর আয়োজনে এই ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রজেক্ট, নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আজকের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে রয়েছে অদম্য মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি। এই ধরনের প্রদর্শনী তাদের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। উপজেলার ১২টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে আমরা একটি বিজ্ঞানমনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞান, নতুন উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করবে।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে বলেন, তরুণদের এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাগুলোই আগামী দিনের সফল উদ্যোক্তা তৈরি করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের দারুণ উদ্ভাবনের প্রদর্শনী

মেহেরপুরে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা স্বয়ংক্রিয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ফার্ম সম্প্রসারণ প্রযুক্তি, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা এবং ফ্যাক্টরি কার্বন ফিল্টারসহ নানা উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শন করছে।

বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রাণী রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও গবেষণামুখী মনোভাব দেশকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে কাজ করার আহ্বান জানান।
মেলায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে তাদের উদ্ভাবিত নানা প্রকল্প উপস্থাপন করছে।

মেলায় আগত দর্শনার্থীরা শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রকল্প ঘুরে দেখছেন এবং তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারার প্রশংসা করছেন।

আয়োজকরা জানান, দুই দিনব্যাপী এই মেলায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। মেলার শেষ দিনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের দারুণ উদ্ভাবনের প্রদর্শণ

মেহেরপুরে ৪৬ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। তিন দিন ব্যাপী এ মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা স্বয়ংক্রিয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ফার্ম বিস্তার এবং উন্নত কৃষি ও ফ্যাক্টরি কার্বন ফিল্টারসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রদর্শণ করে।

মঙ্গলবার দুপুরে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের মাঠ প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের তত্ত্বাবধানে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.একেএম নজরুল কবীর, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম প্রমুখ।

আজ বুধবার স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

(সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনের ভূয়সী প্রশসংসা করেন।

মেহেরপুরে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের দারুণ উদ্ভাবনের প্রদর্শন

মেহেরপুরে ৪৫ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। দুই দিন ব্যাপী এ মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা টেকনোলজি ডিপেন্ডেন্ট ভিলেজ, শেখ রাসেল হসপিটাল,পরিবেশ সংরক্ষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রদর্শণ করে।

আজ সোমবার (১৩ মে) দুপুরে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের তত্ত্বাবধানে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটি) তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক এবং জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্বাস উদ্দিন।

আলোচনার আগে অতিথিরা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনের ভূয়সী প্রশসংসা করেন।

রোগীদের সেবা করবে নোমানের হেলপার রোবট

হাসপাতালে অনেক সময় অসহায় রোগীদের সাথে সহযোগী কেউ থাকে না। আবার নার্সরাও সবদিক সামলে উঠতে পারেন না। তবে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সেবা দেবে হেলপার রোবট। রোগীদের বেডে ওষুধ ও খাদ্য পৌঁছে দেয়া এবং প্রয়োজনীয় দিবে ব্যবহার করা যাবে এই হেলপার রোবট।

এমন এক হেলপার রোবট তৈরী করে আবারো হৈচৈ ফেলে দিয়েছে সেই ক্ষুদে বিজ্ঞানীখ্যাত আব্দুল্লাহ আল নবী নোমান। জাতীয় শিশু প্রতিযোগিতা পুরস্কার ২০২০ এ মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নোমান।

আব্দুল্লাহ আল নবী নোমান মেহেরপুরের গাংনীর তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক জাবলুন্নবী ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুসরাত সুলতানার পুত্র। সে লাইসিয়াম স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

এর আগে গত বছর বায়ূ বিদ্যুতের (উইন্ডমিল) মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ যন্ত্র উদ্ভাবনের মাধ্যমে হৈচৈ ফেলে দিয়ে জেলা ও বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করেছিল।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর উদ্যোগে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে। গত রবিবর (১২ জানুয়ারী) মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে ‘খ’ গ্রুপে অংশ নেয় নোমান। প্রতিযোগিতায় তার তৈরী হেলপার রোবট প্রদর্শন করে। ক্ষুদে বিজ্ঞানী নোমান তার রোবটের কার্যকারিতা দেখিয়ে বিচারকদের আকৃষ্ট করে।

সহজলভ্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি দিয়ে হেলপার রোবট তৈরী করেছে নোমান। এর মধ্যে রয়েছে তার খেলনার জন্য কেনা ভাঙ্গাচোরা গাড়ীর অংশ বিশেষ। সম্পূর্ণ রিমোট দিয়ে পরিচালিত এই হেলপার রোবট হাসপাতালের রোগী সেবা ছাড়াও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে পারবে বলে জানায় ক্ষুদে বিজ্ঞানী নোমান।

এর আগে রোবট প্রদর্শন করে গাংনী উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

এর ধারাবাহিকতায় জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে এখন বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে ক্ষুদে বিজ্ঞানী নোমান। আবিষ্কারের নেশার পাশাপাশি লেখাপাড়াতেও ভালো করছে সে। ২০১৯ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায় নোমান।

এ প্রসঙ্গে নোমানের গর্বিত পিতা জাবলুন্নবী বলেন, ছেলে সব সময় আবিষ্কার নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এটা এক প্রকার নেশায় পরিণত হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তার এই কাজের আগ্রহ থাকায় আমরাও তাকে সহযোগিতা করছি।

বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে নোমানের এই প্রজেক্ট দেশের কাজে লাগবে এমন আশা নিয়ে সকলের কাছে ছেলের জন্য দোয়া কামনা করেন তিনি।

মেপ্র/ইএম